দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5.7.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... ...

012

২০০০ জনে একটি

মন্ত্রিপরিষদ প্রতি দু হাজার লোকের জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রগতিশীল এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে দেশে শিক্ষার বাঞ্ছিত সম্প্রসারণই ঘটবে না শুধু, শিক্ষামানেরও উন্নতি হবে। গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার প্রসার জাতীয় অগ্রগতি বিশেষ করে কৃষির বিকাশ, কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন, স্বাস্থ্য-সচেতনতা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার আগের কাজ। এই কাজ সবার আগে সম্পন্ন করা দরকার।

আমাদের জাতি ঐতিহাসিক কারণেই অনগ্রসর ও দরিদ্র। প্রায় অধিকাংশ ব্যাপারে অচেতনতা ও অজ্ঞতাই জাতির এই পশ্চাদপদতা ও দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। জনসাধারণের কি প্রয়োজন, কিভাবে সেই প্রয়োজন পূরণ করা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা তা জানে না। এই অজ্ঞতার অবধারিত পরিণতি-তেই তারা অনেকটা মানবেতর জীবনযাপন করছে। এই অভিশপ্ত অবস্থা পরিবর্তনের জন্যই শিক্ষার আলো দরকার। এছাড়া যে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সমাজব্যবস্থার বিবর্তন আমাদের কাম্য ও একান্ত জরুরী, তার জন্যও দরকার সমাজের মানসিক প্রস্তুতি। ব্যাপক ও যুগোপযোগী শিক্ষাই আমাদের এই লক্ষ্যপথে নিয়ে যেতে পারে। আর প্রাথমিক শিক্ষাই হল জাতিকল্যাণমুখী শিক্ষার মূলভিত্তি। এই ভিত যত মজবুত, ব্যাপক ও আধুনিক হবে, জাতির সামগ্রিক অগ্রগতিও হবে তত ত্বরান্বিত ও সুফলপ্রসূ। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ঘটবে গ্রাম-গঞ্জের মানুষের তত বেশি পরিচয়। এসব কথা বিবেচনা করে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়াবার মন্ত্রিপরিষদের এই সিদ্ধান্তকে দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণকামী প্রতিটি লোকই স্বাগত ও অভিনন্দন জানাবে এবং আশা করবে যে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ অবিলম্বে শুরু হবে।

উন্নয়নমূলক কাজের সিদ্ধান্ত নেয়াই যথেষ্ট নয়. এ ধরনের সিদ্ধান্তের সার্থকতা সিদ্ধান্তের সময়মত ও সঠিক রূপায়নের উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু শিক্ষার ভিত, সেহেতু সমগ্র দেশে এবং গ্রাম ও শহরে যাতে একই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বর্তমানে কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও সাধারণ প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা দূর হওয়া দরকার খুবই। শুধু স্কুলঘর বা-ভবন নির্মাণ করলেই চলবে না, স্কুলগুলিতে যথাযথ ও নিয়মিত লেখাপড়া হওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। স্কুলগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকা, ছাত্রছাত্রীদের সময়মত বইপত্র পাওয়া এবং ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই সত্য তো সর্বিদিত যে যত ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়, দুই-তিন বছরের মধ্যে তাদের ষাট থেকে আশি-শতাংশ নানা কারণে ঝরে যায়। এই ড্রপ-আউট অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

সরকার শিক্ষা বিস্তারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। চলতি বছরের বাজেটে এককভাবে শিক্ষাখাতে সবচে বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা আশা করি প্রতি দু হাজার মানুষের জন্য ১টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের পথে তেমন কোন বাধা দেখা দেবে না। তবু আমরা বলব, যে কটি স্কুল ভালভাবে চালাবার ক্ষমতা আছে, সে কটি স্কুলই স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার মানও উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো দরকার। একটি সুষ্ঠু ও বস্তুবভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এ কাজে হাত দিলে সরকারের উদ্যোগটি সফল হবে বলে আমরা মনে করি।